ভালোবাসা হারিয়ে যাওয়ার আতঙ্ক, স্ত্রীর গলায় ব্লেড চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা স্বামীর

আহত দেবদাস ঘোড়ুই।

আহত সাগরিকা ঘোড়ুই।

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়া ঃ ভালোবাসার মানুষ হারিয়ে গেলে বেঁচে থেকে কি লাভ? প্রতি মুহূর্তেই এমনই আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছিল স্বামীকে। তাই এই আতঙ্ক থেকে মুক্তির জন্য স্ত্রীর গলা ব্লেড দিয়ে কেটে নিজেও ওই ব্লেডে গলা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন। দুজনকেই গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার সকালে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির পুরশুড়ার নিমডাঙ্গী গ্রামে। জখম স্বামীর নাম দেবদাস ঘোড়ুই। তিনি বাড়িতে বসেই কম্পিউটারে ডাটা এন্ট্রির কাজ করতেন। তাঁর স্ত্রী সাগরিকা সাধারণ গৃহবধূ। বছর দুয়েক আগে ভালোবাসার সম্পর্ক থেকে দু'জনে বিয়ে করেন। সাগরিকার বাপের বাড়ি তারকেশ্বরের ভীমপুরে। সাগরিকার মা জানান, জামাই দেবদাস খুব ভালো মানুষ। মেয়েকে ভীষণই ভালোবাসেন। কিন্তু ৫-৭দিন ধরে হঠাৎই সে যেন মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মাথার গোলমাল থেকে এই ঘটনা ঘটেছে। মনে হয় কেউ তাকে উল্টোপাল্টা কিছু খাইয়ে দিয়েছে। শুক্রবার আমরা মেয়ের বাড়িতে গিয়ে জামাইকে দেখেও আসি। ঠিক ছিল শনিবার বর্ধমানে একজন চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাব। হঠাৎই এদিন সকালে দুর্ঘটনার খবর পাই। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে প্রতিবেশিরা হঠাৎ দেবদাসের বাড়ি থেকে আর্তচিৎকার শুনতে পান। দেবদাসের বাবা তখন মাঠে ছিলেন। মা পাড়ার টিউবওয়েলে জল আনতে গিয়েছিলেন। অন্যান্যরা দরজা ভেঙে দেখেন ঘরের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন দেবদাস ও সাগরিকা। দু'জনেরই গলা ব্লেড দিয়ে কাটা। দুজনেই যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের লোক দু'জনকে উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালের বেডে শুয়ে স্ত্রী সাগরিকা জানান, স্বামী আমাকে ভীষণই ভালোবাসে। ও হঠাৎই কয়েকদিন ধরে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ওর ধারনা আমি হয়ত ওকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাব। আমি যাতে ওকে ছেড়ে চলে না যাই তাই সবসময় আমার কাছে অনুনয় বিনয় করছিল। আমি ওকে আশ্বস্ত করেছিলাম, আমিও ওকে ভীষণ ভালোবাসি। তাই এধরনের ভয়ের কোনও মানেই হয় না। বলেছিলাম, চিকিৎসা করালেই সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু এদিন হঠাৎই ঘরের মধ্যে ঢুকে আমার গলায় ব্লেড চালিয়ে দেয়। তারপর নিজের গলাতেও ব্লেড চালায়। যাতে আমরা আলাদা হয়ে যেতে না পারি তাই ও একাজ করেছে বলে জানায়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, দুজনেরই গলাতে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। দুজনের অবস্থাই আশঙ্কজনক।

আবারও হরিণখোলা থেকে ১১টি তাজা বোমা উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ বৃহস্পতিবার রাতের পর শনিবার সকাল। আবারও হুগলির আরামবাগের মোজাফফরপুরে তাজা বোমা উদ্ধার হল। আর এই ঘটনায় এলাকায় নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এলাকার মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে আতঙ্ক। কারণ সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। আগামী দিনে যে ওই এলাকায় উত্তেজনা বাড়বে কোনও সন্দেহ নেই। তাই এলাকার মানুষ এখনই ওই এলাকায় চিরুনি তল্লাশির দাবি জানিয়েছেন। না হলে হয়তো আগামী দিনে রণক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর আসে ওই গ্রামে বোমা রাখা রয়েছে। এরপর সকালে পুলিশ ওই এলাকায় গিয়ে তল্লাশি চালিয়ে একটি ঝোপের পাশ থেকে ১১টি তাজা কৌটো বোমা উদ্ধার করে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাতে ওই গ্রামেরই একটি বাড়ি থেকে ১০টি তাজা কৌটো বোমা উদ্ধার হয়েছিল।

তরুণ সংঘের রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হুগলির তারকেশ্বর থানার বালিগোড়ি ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সোমসেরপুর তরুণ সংঘের ব্যবস্থাপনায় এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবির উপলক্ষ্যে এলাকার মানুষের মধ্যে তীব্র উৎসাহ দেখা দেয়। এদিনের শিবিরে ১৩০জন রক্তদান করেন। উপস্থিত ছিলেন বেশ কিছু মহিলাও। উদ্যোক্তাদের মধ্যে সৌমেন মাঝি বলেন, দিন দিন রক্তের চাহিদা বেড়েই চলেছে। কোনও মানুষ যাতে রক্তের অভাবে মারা না যান তাই এই উদ্যোগ। এবারই প্রথম এধরনের রক্তদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। এলাকার মানুষ সবরকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও এদিন ছিল হরিবাসর। এটি ৫২ বছরে পা দিল। এই উপলক্ষ্যে প্রায় ২০০০ জনের নরনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করা হয়।

শ্মশানে নিমগাছের মগডালে গৃহবধূ, উদ্ধারে দমকল

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ শ্মশানে নিমগাছের মগডালে বসে দোল খাচ্ছেন এক গৃহবধূ। সকালে উঠে এলাকার মানুষ এমনই দৃশ্য দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় রটে যায় 'মেয়েভূত' বেরিয়েছে। দলে দলে লোক ওই ভূত দেখার জন্য ভীড় করলেন শ্মশানে। শনিবার সকালে এমনই ঘটনার সাক্ষী রইল হুগলির আরামবাগের কালীপুর। স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ওই গৃহবধূর নাম পুতুল চন্দ। বাড়ি আরামবাগ শহরের ৫নং ওয়ার্ডের মিঞাপাড়ায়। স্বামী ঠেলাগাড়িতে করে ফল বিক্রি করেন। মাস দুয়েক আগে তাঁদের বিয়ে হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার হঠাৎই পুতুল মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ভুল বকতে থাকে। অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে। শনিবার ভোরে পরিবারের সকলে যখন ঘুমিয়েছিলেন তখনই দরজা খুলে বেরিয়ে যান পুতুল। তারপর দ্বারকেশ্বর নদ পেরিয়ে ওপারে কালীপুরের শ্মশানে চলে যান। সেখানে রয়েছে একটি নিমগাছ। ওই নিমগাছে উঠে বসে থাকেন। স্থানীয় মানুষ দেখার পর তাঁকে গাছ থেকে নেমে আসার জন্য বলেন। কিন্তু তা শুনে তিনি আরও উপড়ে উঠে পড়েন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান স্থানীয় কাউন্সিলর প্রদীপ সিংহরায়। তিনিও তাঁকে গাছ থেকে নামানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তখন তিনি বাধ্য হয়ে খবর দেন আরামবাগ থানায় ও দমকলে। এরপর দমকলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে লম্বা মই দিয়ে ওই গাছ থেকে গৃহবধূকে নামিয়ে আসেন। পরে তাঁকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আরামবাগ মহকুমায় ৪ জনের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ চারজনের অস্বভাবিক মৃত্যু ঘটল আরামবাগ মহকুমায়। মৃতরা হলেন বরুণ দোলুই (৪২), নিশান শর্মা (২৮), শ্রাবণী ধঁক (৪১) ও অর্পিতা সাঁতরা (১৮)। বরুণের বাড়ি হুগলির আরামবাগের আরাণ্ডী ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলকচক গ্রামে। তিনি পেশায় দিনমজুর ছিলেন। শনিবার সকালে তিনি বাড়ির পাশে পুকুরপাড়ের একটি গাছে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। এলাকার মানুষ দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। জানা গেছে, স্ত্রী ছাড়াও তাঁর এক মেয়ে আছে। নিশানের বাড়ি পুরশুড়ার জঙ্গলপাড়ায়। শুক্রবার বিকালে তিনি নিজের বাড়িতেই গলায় গামছার ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়েন। ঘটনার সময় একমাত্র মেয়ে টিউশনি পড়তে গিয়েছিল। স্ত্রী গিয়েছিলেন বাজারে। স্ত্রী বাড়ি ফিরে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। জানা গেছে, নিশান পেশায় লরির খালাসি ছিলেন। অন্যদিকে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয় শ্রাবণী। শ্রাবণীর বাড়ি গোঘাটের খানাটি গ্রামে। এলাকাসূত্রে খবর, তিনি কিছুদিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। স্বামী ছাড়াও তাঁর একটি ছেলে রয়েছে। জানা গেছে, শ্রাবণী বৃহস্পতিবার সকালে বাড়িতে ঘাস মারা ওষুধ খেয়েছিলেন। এরপর পরিবারের লোক তাঁকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন। চিকিৎসা চলাকালীন শুক্রবার বিকালে তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে মানসিক অবসাদের জেরে আত্মঘাতী হলেন এক গৃহবধূ। ঘটনাটি খানাকুলের গৌরাঙ্গপুর গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম অর্পিতা সাঁতরা (১৮)। তাঁর স্বামী বাবলু সাঁতরা পেশায় দিনমজুর। জানা গেছে, শুক্রবার রাতে শ্বশুরবাড়িতে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন ওই গৃহবধূ। ঘটনার বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন ওই গৃহবধূ বলে দাবী তাঁর পরিবারের। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

গ্রাম সুরক্ষা কমিটির রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, সপ্তগ্রাম ঃ হুগলির আদিসপ্তগ্রাম পাত্রপাড়া গ্রাম সুরক্ষা বাহিনীর উদ্যোগে এবং কিশোর সমিতির পরিচালনায় প্রতিবারের মতো এবারও চতুর্থ বার্ষিক এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এখানে উপস্থিত ছিলেন হুগলির সাংসদ রত্না দে নাগ, সপ্তগ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নমিতা দাস, মগরা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রঘুনাথ ভৌমিক, আইনজীবী অশোক দাস, বাঁশবেড়িয়া টাউনের কার্যকরী সভাপতি দেবরাজ পালসহ আরও অনেকে। এখানে রক্তদাতাদের হাতে বিভিন্ন ধরনের চারা গাছ তুলে দেওয়া হয়। স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে বহু মানুষ এখানে রক্তদান করলেন বলে জানা যায়।

বৈদ্যবাটী পুরসভার সার্ধশতবর্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ আজ রবিবার ১ এপ্রিল সার্ধশতবর্ষে পা দিল বৈদ্যবাটী পুরসভা। ১৯৬৯ সালের ১ এপ্রিল হুগলির বৈদ্যবাটী পুরসভার যাত্রা শুরু। ১৯১৮তে বৈদ্যবাটী পুর এলাকা থেকে চাঁপদানি অঞ্চল পৃথক হয়ে গিয়ে চাঁপদানি পুরসভা গঠন করে। কিন্তু উন্নয়নের গতি কখনই থেমে থাকেনি এই পুরসভায়। রবিবার থেকে ১ বছরব্যাপী নানা ধরনের গঠনমূলক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সার্ধশতবর্ষ উদযাপনের সূচনা হতে চলেছে। তৃণমূল পরিচালিত বৈদ্যবাটী পুরসভার চেয়ারম্যান অরিন্দম গুঁই জানান, রবিবার সকালে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য সার্ধশতবর্ষের সূচনা হবে। আগামী দিনে সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে বৈদ্যবাটী শহরকে প্লাস্টিক মুক্ত করার পরিকল্পনা নিতে চলেছে পুরসভা। অরিন্দমবাবু জানান, প্লাস্টিক ও থার্মোকলের কারণে ড্রেনেজ সিস্টেম ব্লক হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে শহরের অনেক জায়গা জল জমার সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তাই প্লাস্টিক মুক্ত শহর গড়ে তুলতে হবে। 'হাউস ফর অল' প্রকল্পে ৪০০ বাড়ি অনুমোদিত হয়েছে। ২৭৫টি বাড়ি তৈরির কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। রবিবার বেশ কিছু বাড়ির চাবি সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে। অরিন্দম গুঁই জানান, মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন মহিলারা সমাজে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবেন। সেই স্বপ্ন পূরণের উদ্দেশ্যে ১৭২টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। এদের কিভাবে কাজ দেওয়া যায় তা নিয়ে সার্ধশতবর্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি মহিলা ফুটবলার গড়ে তোলার লক্ষ্যে বৈদ্যবাটীতে আগামী দিনে মহিলা ফুটবল অ্যাকাডেমি গড়ে তোলা হবে। এক কথায় গোটা পুরসভা ঘিরে সাজ সাজ রব। উৎসবের মেজাজে গোটা বৈদ্যবাটী শহর মেতে উঠেছে।

গোঘাটে মিষ্টির দোকানে আগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ মিষ্টির দোকানে আগুন লাগাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল হুগলির গোঘাটের বকুলতলায়। শুক্রবার রাতে হঠাৎই ওই দোকানে আগুন লেগে যায়। এরপর এলাকার মানুষ ছুটে গিয়ে ওই আগুন নেভায়। কিন্তু তার আগেই দোকানের একাংশ পুড়ে যায়। দোকানের মালিক তরুণ কামিল্যা জানান, আগুনে অনেক জিনিস পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। এলাকার মানুষ সহযোগিতার হাত না বাড়িয়ে দিলে আরও বড় ক্ষতি হয়ে যেত।

প্রাথমিক অনুমান, বিদ্যুতের লাইনে সটসার্কিট থেকে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

উত্তরপাড়ায় নিখোঁজ মাধ্যমিক ছাত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তরপাড়া ঃ হুগলির উত্তরপাড়া বাজার লেনের অভিষেক মালি (১৬) উত্তরপাড়া ভদ্রকালী হাইস্কুলের এবছরের মাধ্যমিকের ছাত্র। খেলাধূলায় খুবই সুনাম। শুক্রবার সকালে মায়ের সাথে পড়াশোনা নিয়ে তর্কে জড়িয়ে পড়ে অভিষেক। এলাকার মানুষের থেকে জানা গেছে, অভিষেকের মা বলেন, এখন আর কম্পিউটার ক্লাসে ভর্তি হতে হবে না। উচ্চমাধ্যমিকের পর ভর্তি হবি। এই নিয়ে মা বকাবকি করার পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় অভিষেক। তারপর থেকে নিখোঁজ ছিল সে। রাতেই পরিবারের লোক উত্তরপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। উত্তরপাড়া থানার পুলিশ তদন্তে নেমে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে।

বাঁশবেড়িয়ায় হনুমান জয়ন্তীতে অস্ত্র মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁশবেড়িয়া ঃ রামনবমীর পর এবার হনুমান জয়ন্তী। আবার অস্ত্র মিছিলের সাক্ষী থাকল হুগলির বাঁশবেড়িয়া। শনিবার বাঁশবেড়িয়ার হনুমান সেবা সমিতির ব্যানারে কলবাজার হনুমান মন্দির থেকে প্রায় ১০ হাজার মানুষ মিছিল করে ওই এলাকা ঘুরে পুনরায় কলবাজার হনুমান মন্দিরে মিছিল শেষ হয়। এদিন ওই মিছিলে বহু মানুষ যোগ দেন। অশান্তি এড়ানোর জন্য বিভিন্ন মোড়ে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। তবে এই মিছিল থেকেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়। এদিন শান্তিপূর্ণভাবেই মিছিলটি শেষ হয়।

স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের ব্যাগ বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শনিবার হুগলির আরামবাগ ব্লকের গৌরাহাটী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কাপসিট হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণির পর্যন্ত মোট ৫০৭জন ছাত্রছাত্রীকে ব্যাগ দেওয়া হয়। তার সঙ্গে সংস্কৃতি অনুষ্ঠান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার, গৌরহাটী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সিরাজুল ইসলাম এবং স্কুলের সভাপতি চম্পা সরকার প্রমুখ।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনেষ্টিক
আরামবাগ(কোর্ট রোড), হুগলী
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R,
M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।